কালের কণ্ঠ

তারিখ 23 JAN 2014
পৃ: ৬ কলাম 2

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী আসছে খুবই কম

রফিকুল ইসলাম ▶

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একসময় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বিদেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করতে আসতেন। কিন্তু এখন তাঁদের ভর্তির হার প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। গত ১৩ বছরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন মাত্র ৪১ জন বিদেশি ছাত্র। গত সেশনে মাস্টার্স কোর্সে চারজন ভর্তি হলেও চলতি বছর একজন বিদেশি শিক্ষার্থীও ভর্তি হননি।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন, ভর্তিতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ভাষাগত সমস্যা বিদেশি শিক্ষার্থীদের ক্রমহ্রাসমান অনাগ্রহের কারণ। অবশ্য অনেক দিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগের মতো রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা নেই।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ বলেন, 'আগে বিভিন্ন দেশ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা পড়তে আসত। সত্তরের দশকে বেশি আসত। এখন তাদের না আসার কারণ, তাদের দেশের উচ্চশিক্ষার উন্নতি হয়েছে। যেসব দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা আসত আগে ওই সব দেশে উচ্চশিক্ষা ততটা উন্নত ছিল না। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও ভাষাগত জটিলতাও কারণ হতে পারে। তবে এটা বলা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান কমেনি।'

> **এক যুগে ভর্তি হয়েছে মাত্র ৪১ জন, এ বছর একজনও নেই**

ছাত্রাবাস অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০০১-০২ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪১ জন বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের বেশির ভাগ ফার্মাসি অনুষদের। গত ১৩ বছরের তথ্য-উপাত্ত বলছে, এ সময়ে যে বিদেশি শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়েছেন তাঁদের বেশির ভাগ সার্কভুক্ত বিভিন্ন দেশের। ফিলিস্তিন ও ব্রিটেনের শিক্ষার্থীও রয়েছেন।

ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, 'বিদেশি শিক্ষার্থী না আসার কারণ হচ্ছে বাংলা মাধ্যমে পাঠদান। আগে থেকেই বলে আসছি, উচ্চশিক্ষায় ইংরেজি মাধ্যমে পাঠদান করার জন্য। রাজনৈতিক কারণেও শিক্ষার্থীরা আসছে না।'

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০০১-০২ শিক্ষাবর্ষে ব্যবস্থাপনা বিভাগে ভর্তি হন একজন। ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষে কোনো বিদেশি ভর্তি হননি। ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হন একজন। ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হন সাতজন; তাঁদের তিনজন ছিলেন নেপালের (ফার্মাসি বিভাগ)। ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হন সাতজন। ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে সাতজন, যাঁদের পাঁচজনই ফার্মাসি বিভাগে ভর্তি হন। ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে ফার্মাসি বিভাগে দুজন ভর্তি হন। ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে ছয়জন, দুজন পিএইচডি কোর্সে। ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে দুজন, ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে সাংবাদিকতা বিভাগে মাস্টার্স কোর্সে দুজন, ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে দুজন এবং ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে চারজন ভর্তি হন।

বিদেশি শিক্ষার্থীদের আবাসনের জন্য রয়েছে স্যার পিজে হার্টগ ইন্টারন্যাশনাল হল। এ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের এবং অধিভুক্ত কলেজগুলোর বিদেশি শিক্ষার্থীরা থাকতে পারবেন। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল বিভাগগুলোর শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। বিদেশি শিক্ষার্থী কম থাকায় সিন্ডিকেটের অনুমতিক্রমে ব্যাচেলর শিক্ষকদের থাকতে দেওয়া হয়। তবে তাঁদের অনেকে বিয়ে করে সপরিবারে থাকছেন। এটি এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। হলটিতে বিদেশি শিক্ষার্থী রয়েছেন ১৩৭ জন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ২৮ জন, বাকিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অধিভুক্ত কলেজে অধ্যয়নরত। অধিভুক্ত কলেজগুলোর মধ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যাই বেশি। আন্তর্জাতিক হলের কক্ষের সংখ্যা ১২৫। প্রায় অর্ধেক কক্ষ শিক্ষকদের দখলে। হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক লুৎফর রহমান বলেন, 'শিক্ষার্থীর সংখ্যা একেবারে কম নয়। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম।'

ভর্তি জটিলতা : ঢাবিতে বিদেশি শিক্ষার্থীদের সরাসরি ভর্তির ব্যবস্থা নেই। তাঁরা ভর্তি হতে চাইলে নিজ দেশের কূটনৈতিক মিশনের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে হবে।

ভাষাগত জটিলতা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন বাংলা মাধ্যমে পাঠদান করা হয়। এতে বিদেশি শিক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়েন, তাই তাঁরা আসতে চান না। তবে কিছু বিভাগে ইংরেজিতেও পাঠদান করা হয়। বিদেশি শিক্ষার্থী টানতে অনেক শিক্ষক ইংরেজিতে পাঠদান আবশ্যক বলে মনে করেন।